জেলাঃ ঢাকা

উপস্থিত:
জনাব বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম
এবং
জনাব বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

ফৌজদারী রিভিশন মামলা নং-১৭৩৫/২০১৯

ইনজামামুল ইসলাম ওরফে জিসান
.... আসামী-দরখাস্তকারী।

বনাম

রাষ্ট্র
.... প্রতিপক্ষ।

জনাব মোঃ আকরাম উদ্দিন, অ্যাডভোকেট
.... আসামী-দরখাস্তকারীর পক্ষে।

মিস নুসরাত জাহান, ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল
.... প্রতিপক্ষের পক্ষে।

আদেশের তারিখ ঃ ২৩ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ০৭/০৭/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

আসামী-দরখাস্তকারী ঢাকার বিশেষ দায়রা জজ, আদালত নং-৫ -এ বিচারাধীন বিশেষ দায়রা মামলা নং-৩৬০/২০১৬; যা ধানমন্ডি থানার মামলা নং-০৭(০৬) ২০১৪ মোতাবেক জি.আর. নং-১৬৩/২০১৪ ধারা ৩০২/৩৪ দন্ডবিধি, ১৮৬০ হতে উদ্ভূত, -এ বিগত ১৩/০৬/২০১৯ইং তারিখ বিজ্ঞ বিশেষ বিচারক কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪০ ধারার বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষী পি.ডাব্লিউ-১,৫,৬,৭ এবং ৮ পুনঃতলবের (recall) আবেদন না মঞ্জুর আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৯ ধারায় অত্র দরখাস্তটি দাখিল ক্রমে তা বাতিল প্রার্থনা করেছেন।

দরখাস্তটি শুনানী চলাকালে এক পর্যায়ে দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তটি উপস্থাপন করতে আগ্রহী নন মর্মে নিবেদন করেন।

বিজ্ঞ আইনজীবীর উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অত্র দরখাস্তমূলে আনীত আসামীর প্রার্থনা উপস্থাপিত হয়নি মর্মে নামঞ্জুর করা হলো।

প্রসংগত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তর্কিত আদেশসহ অন্যান্য আদেশের সার্টিফাইড কপিসমূহ, যা অত্র দরখাস্তের সাথে সংযুক্ত, হতে এটা দৃশ্যমান যে, ঢাকার বিশেষ জজ আদালত নং-৫-এর বিজ্ঞ বিচারক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান তাঁর নামের পূর্বে অর্জিত 'ড.' (ডক্টরেট) ডিগ্রী ব্যবহার করছেন। ইদানিং বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে প্রায়শঃ

আমাদের নজরে আসছে যে, নিম্ন আদালতে বিজ্ঞ বিচারকগন অনেকেই তাঁদের নামের পূর্বে অর্জিত ডিগ্রী 'ডক্টরেট' সংক্ষেপে 'ড.' বা ব্যারিষ্টার উল্লেখ বা ব্যবহার করছেন।

'ড.' (ডক্টরেট) গবেষনামূলক উচ্চতর শিক্ষার একটি ডিগ্রী; এবং 'ব্যারিষ্টার' পেশাগত বিশেষ একটি কোর্স। সুতরাং 'ড.' (ডক্টরেট) বা ব্যারিষ্টার কখনই কোন ব্যক্তির নামের অংশ হতে পারেনা। নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহন, ডিগ্রী লাভ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে এবং এ বিষয়টিকে সকল মহলের উৎসাহ প্রদান এবং ভবিষ্যতে নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারকদের মধ্যে হতে অধিক সংখ্যক বিচারক যাতে উচ্চতর শিক্ষা ও ডিগ্রী অর্জন করতে পারেন সে বিষয়ে সরকার ও সুপ্রীম কোর্টের সার্বিক পৃষ্ঠোপোষকতা প্রয়োজন। কিন্তু, বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার সময় আদেশ বা রায়ে বিচারকের নামের পূর্বে অর্জিত ডিগ্রী নামের অংশ গন্যে ব্যবহার করা সমীচীন নয়; আদেশ বা রায়ে শুধু মাত্র বিচারকের নাম এবং তিনি কোন্ আদালতের বিচারক তা উল্লেখ থাকাই সংগত এবং বাঞ্ছনীয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসংগিক হবে যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে (আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ) উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিচারপতির উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রী এবং উচ্চ পেশাগত কোর্স সম্পন্নের অভিজ্ঞতা রয়েছে, কিন্তু মাননীয় বিচাপতিগণ রায় বা আদেশে তাঁদের নামের পূর্বে ঐ সকল ডিগ্রী বা কোর্সের বিষয় উল্লেখ করেন না এবং প্রথা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের ক্যালেন্ডার, কজলিষ্ট-সহ দাপ্তরিক কাজেও তা কখনও উল্লেখ করা হয় না।

এমতাবস্থায়, নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারকগণের, যাঁরা উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন বা পেশাগত উচ্চতর কোর্স সম্পন্ন করেছেন বা করবেন, বিচারকার্যক্রমে বিশেষতঃ রায়, আদেশ, অর্ডারশীটে তাঁদের নামের অংশ হিসেবে ডিগ্রী উল্লেখ বাঞ্ছনীয়/কাম্য নয়। এটা প্রত্যশা করা ন্যায্য হবে যে, সংশ্লিষ্ট বিচারকগণ স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা দিয়ে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নামের অংশ হিসেবে উচ্চতর ডিগ্রীর ব্যবহর থেকে নিজেদের বিরত রাখবেন।

প্রসংগত আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট-এ কখনই নামের অংশ হিসেবে শিক্ষাগত যোগ্যতা/ডিগ্রী বা অনান্য পদবী যেমন প্রকৌশলী, ডাক্তার, কৃষিবীদ, আইনজীবী প্রভৃতি ব্যবহারের সুযোগ নেই।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, প্রশাসন বা অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তাসহ অনেকেই নামের অংশ হিসেবে নামের পূর্বে এসব ডিগ্রী উল্লেখ করে থাকেন, তাহলে বিচার বিভাগের কর্মকর্তাগণের উচ্চতর ডিগ্রী উল্লেখ ও ব্যবহারে বাধা কোথায়। এ প্রসংগে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হলো এই যে, একজন বিচারককে কখনই প্রশাসন বা অন্য কোন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের

সাথে তুলনা করা উচিত নয়; এতে বিচারবিভাগ এবং বিচারকবৃন্দের স্বকীয়তা ও মহিমাই প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এ প্রসঙ্গে সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় বনাম মোঃ মাসদার হোসেন গং মামলায় আপীল বিভাগের অভিমত সমূহ, যথাঃ- "But as oil and water can not mix, the judicial and civil administrative executive services are non-amalgamable".

এবং "Thus, it is clear that the member of the judicial service and the magistrates exercising judicial functions exercise judicial power of the state as distinct and separate from executive power and other Carder services of the state -------------. It is to be borne in mind that judicial function is distinct from other functions as visualized in the constitution itself" স্মরণ করা যেতে পারে । সুতরাং, প্রশাসন বা অন্য ক্যাডারের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক নামের অংশ হিসেবে উচ্চ ডিগ্রীর ব্যবহার বা পেশাগত কোর্সের উল্লেখ বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট অনুসরনীয় বা অনুকরনীয় হওয়া-যুক্তি সংগত কোন কারণ হতে পারে না।

প্রশাসন ও অনান্য ক্যাডারের সদস্যদের নিয়ন্ত্রন নির্বাহী বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের হাতে। তাঁদের শৃঙ্খলাসহ সামগ্রিক বিষয় দেখভাল করার ব্যবস্থাও ভিন্ন। সুতারাং, প্রশাসনের বা অন্য ক্যাডারের কোন কর্মকর্তার নামের অংশ হিসেবে উচ্চতর ডিগ্রী উল্লেখের বিষয়ে বিচারবিভাগের কোনরূপ মন্তব্য হবে অনাকাঙ্খিত। তবে, আমাদের এ কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, '**আপন শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রত্যয় ব্যক্ত করার (superity complex)**' মানসিকতা থেকেই কারো কারো'র মধ্যে অর্জিত ডিগ্রী নামের অংশ হিসেবে ব্যবহারের এ প্রবনতা।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষনসহ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৯ ধারার অত্র দরখাস্তটি নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রয়োজনীয় অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অত্র আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট আদালত ছাড়াও **১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ২। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট**-এর নিকট প্রেরন করা হোক।

প্রণব /এ.বি.ও